তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৩

**শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির মানবিক উৎকর্ষ সাধনে শিল্প-সংস্কৃতিতে বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। একসময় ব্যক্তিগত ও বেসরকারিভাবে এ খাতে পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকেই এগিয়ে আসতো। কিন্তু যুগের পরিক্রমায় শিল্প-সংস্কৃতিতে পৃষ্ঠপোষকতা আগের চেয়ে কমে গেছে। শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘৭ম বয়স ও বিষয়ভিত্তিক জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা ২০২২’ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মীনু হক এবং ৭ম বয়স ও বিষয়ভিত্তিক জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা ২০২২ এর উৎসব কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন। স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান।

প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা নৃত্যশিল্পের কল্যাণে নিবেদিত একটি সংস্থা এবং এটি সারা দেশে নৃত্যশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি কতখানি সংগঠিত ও নিবেদিত তা দেশব্যাপী এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আরেকবার প্রতীয়মান হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ প্রতিযোগিতায় দেশের ৪৮টি জেলা থেকে কয়েক হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং সংস্থাটি ঢাকায় প্রায় সাড়ে চারশ’ প্রতিযোগীর আবাসনের ব্যবস্থা করে। এসময় জাতীয় নৃত্যশিল্পী সংস্থার আগামী দিনের আয়োজনসমূহে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

#

কামাল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭২

**নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণহানিতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গের শোক**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

পঞ্চগড় জেলার করতোয়া নদীর আউলিয়ারঘাটে নৌকাডুবিতে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার যাত্রীগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব মহালয়া উপলক্ষ্যে পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে শ্রী শ্রী বদেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় নৌকাডুবি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ আজ পৃথক পৃথক শোকবার্তায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

কামাল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২২১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭১

**নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণহানিতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান পঞ্চগড় জেলার করতোয়া নদীতে আউলিয়ার ঘাট নামক এলাকায় নৌকাডুবিতে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের যাত্রীগণ ধর্মীয় উৎসব মহালয়া উপলক্ষ্যে পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে শ্রী শ্রী বদেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় নৌকাডুবি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আনোয়ার/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৭০

**উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে বিএনপি জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি করেছে**

**- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

রংপুর, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। এটি বিএনপি মেনে নিতে পারছে না। সরকারের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে বিএনপি জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি শুরু করেছে। বিগত সময়ে তারা পেট্রোল বোমা মেরে মানুষকে হত্যা করেছে।

আজ রংপুর কারমাইকেল কলেজের পাঁচ তলাবিশিষ্ট শেখ কামাল ছাত্রাবাস ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রী নিবাসের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হলে বিএনপিকে নির্বাচনে আসতে হবে। বিএনপি নির্বাচনে না আসলে সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে। সেই নির্বাচনে জনগণ তাদের নেতৃত্ব বেছে নেবেন। তিনি বলেন, দেশের মানুষ অনুধাবন করতে পারছে বিএনপি গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে দিতে চায় না। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাই দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, করোনার প্রকোপে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে গেছে। সরকার সংকট সময়ে বিনামূল্যে মানুষকে টিকা ও খাবার দিয়েছেন। এর পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ যেন তিন বেলা খেতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার টিসিবি এবং ওএমএস কার্যক্রম চালু করেছে।

এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা প্রশাসক আসিব আহসান, কারমাইকেল কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন, কারমাইকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক রকিবুস সুলতান মানিক, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাফিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মন্ডল ও কারমাইকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ওয়াহেদুজ্জামানসহ অন্যরা।

#

জাকির/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৬৯

**শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য যাতে কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটাতে পারে এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। সবাই সতর্ক থাকলে এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হবে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা ও মতবিনিময় সভায় ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সকল ধর্মের লোক শান্তিপূর্ণভাবে নিজ ধর্ম পালন করে। তিনি নিজ নির্বাচনি এলাকা মৌলভীবাজারের বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলার উল্লেখ করে বলেন, এ এলাকায় কখনোই শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন বিঘ্নিত হয়নি। এবারও যাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপন হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কাউকেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে দেয়া হবে না।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদেক কাউছার দস্তগীর এবং বড়লেখা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার।

#

দীপংকর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৬৮

**চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে**

**-সমাজকল্যাণ সচিব**

হবিগঞ্জ, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে চা শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। সরকার চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

আজ হবিগঞ্জ জেলার তেলিয়াপাড়া, বৈকুণ্ঠপুর, নোয়াপাড়া ও জগদীশপুর চা বাগানে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ কর্মসূচি’ পরিদর্শনকালে সচিব এসব কথা বলেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে চা শ্রমিকদের অবহিত করতে গিয়ে সচিব বলেন, নিকট ভবিষ্যতে হয়তো শ্রমিকদের স্থান দখল করবে যন্ত্র, তখন আপনারা কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তাই আপনাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলুন। তারা শিক্ষিত হয়ে চাকরিজীবী, উদ্যোক্তা হবে।

সচিব আরো বলেন, সরকার চা শ্রমিকদের বিষয়ে আন্তরিক। আপনাদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে গিয়ে যদি আর্থিক সংকটে পড়েন, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণ সহযোগিতা করবে। আপনাদের সমাজের মূলস্রোতে আসতে হবে। আর পিছিয়ে থাকা চলবে না।

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, হবিগঞ্জ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক রাশেদুজ্জামান চৌধুরী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় হবিগঞ্জ জেলায় ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮৫ টি চা শ্রমিক পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

#

জাকির/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৭

**করতোয়া নদীতে নৌকাডুবিতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটায় রেলপথ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

পঞ্চগড় জেলার করতোয়া নদীতে নৌকাডুবিতে ২৪ জন নিহত হয়েছেন এবং আরো অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। নিজ নির্বাচনি এলাকায় নৌকাডুবিতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন।

নিহতদের মধ্যে ৮ জন শিশু, ১২ জন নারী এবং ৪ জন পুরুষ রয়েছেন। পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার করতোয়া নদীতে আউলিয়ারঘাট নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীগণ মহালয়া উপলক্ষ্যে পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে শ্রী শ্রী বদেশ্বরী মন্দিরে নৌকাযোগে পারাপার হচ্ছিল। অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় নৌকাডুবি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

রেলপথ মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাদের পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

শরিফুল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৬

**বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপকের পিতার মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মাহফুজা আক্তারের পিতা আলহাজ মোঃ আব্দুল মান্নান শেখের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলহাজ মোঃ আব্দুল মান্নান শেখের (৬৯) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৫

**দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে হবে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও বিস্তারে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের থ্রিডি হলে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, এক সময় সামুদ্রিক মাছে অভ্যস্ত ছিলাম না। বিদেশি মাছের চাষাবাদও এখানে হতো না। আমাদের সবচেয়ে সুস্বাদু মাছ ছিল দেশীয় মাছ। সে মাছ নানা ঘটনা প্রবাহে অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আধুনিক শস্য চাষ করতে গিয়ে একদিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যদিকে গুরত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে দেশীয় মাছ উৎপাদনের উৎস মূলে আঘাত করা হয়েছে। জলাশয়, পুকুর, নদী ভরাট ও কীটনাশকের অপরিমিত ব্যবহারের কারণে দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেছে। মাছের অভয়াশ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য অধিদপ্তর দীর্ঘ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৭টি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির দেশীয় মাছ ফিরিয়ে এনেছে।

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, দেশীয় মাছ খাবারের চাহিদা মেটায় এবং পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটায়। মাছের পাশাপাশি শামুক ও ঝিনুকের নানা প্রকার উপযোগিতা রয়েছে। দেশীয় মাছ এবং শামুকের বিস্তার ও সংরক্ষণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পাশাপাশি দেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত সব ধরনের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণেও কাজ করতে হবে। মৎস্যসম্পদের প্রতি আমরা যত বেশি যত্নশীল হবো ততো বেশি এ খাতের বিকাশ হবে। এ খাত বিকশিত হলে খাবারের চাহিদা পূরণ হবে, আমিষের যোগান হবে। পর্যাপ্ত উৎপাদন হলে মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব   
ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক এস এম আশিকুর রহমান। মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং মৎস্যজীবী প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৪

**উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে ভূমি অফিসের নাজির বরখাস্ত**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

উৎকোচ/ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির কাম ক্যাশিয়ার শাকিব উদ্দীনকে সাময়িক বরখাস্ত করে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসককে আজ ভূমি মন্ত্রণালয় একটি পত্র প্রেরণ করেছে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রকাশিত ‘ভাইরাল’ ভিডিওর বরাতে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির কাম ক্যাশিয়ার শাকিব উদ্দীন ঘুষের বিনিময়ে কাজ করেন মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনার সময় বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নজরে আসে।

উপর্যুক্ত ভিডিওটিতে দেখা যায় একজন সেবাগ্রহীতা সদ্য অনুমোদিত নামজারী (খারিজ) করতে এলে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির কাম ক্যাশিয়ার শাকিব উদ্দীন সেবাগ্রহীতাকে বলেন, নামজারিতে একটি নাম ভুল হয়েছে সংশোধন করতে হবে এবং সব মিলে ১ হাজার টাকা লাগবে, এর কম হবে না কারণ সংশোধন করতে হলে এটি উপরে পাঠাতে হবে, সেখানে টাকা চাবে। এমতাবস্থায়, সেবা গ্রহীতা ৭শত টাকা দেন এবং বাকি টাকা কাজ হলে দিবেন মর্মে বলেন।

পরবর্তীতে উপর্যুক্ত উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা যায় যে কাজটির জন্য নাজির শাকিব উদ্দীন টাকা নিয়েছিলেন সেটির আসলে তেমন কোনো ফি নেই।

#

নাহিয়ান/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৩

**চালের চাহিদার গতির সাথে তাল রেখে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

চালের চাহিদা যে গতিতে বাড়ছে, তার সাথে তাল রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, প্রতিবছর জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে চালের চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধির অনুপাতে চালের উৎপাদন বৃদ্ধির গতি কিছুটা পিছিয়ে আছে। আমরা যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেটাকে ধরে রাখতে হবে। প্রতিবছর যাতে চাল আমদানি করতে না হয়। সেজন্য চালের চাহিদার গতির সাথে তাল রেখে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। এসময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে চালসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হলো দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা। লবণাক্তসহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি আমাদের রয়েছে, সেখানে এসব জাত ও প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে, প্রকল্প এলাকার মানুষের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কী প্রভাব পড়েছে ও সার্বিক উৎপাদন কতটা বেড়েছে, তাও খতিয়ে দেখতে হবে। জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বসে থাকলে হবে না। জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অনুপাতে মাঠে কৃষকের কাছে কতগুলো পৌঁছেছে-তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। এবছর সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ আছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে যার পরিমাণ ৬৬০ কোটি টাকা।

#

কামরুল/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৭২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১২ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৪১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৫৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬২ হাজার ৮৭২ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৬৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৬১

**বিআইডব্লিউটিএ'র মাধ‍্যমে ৯০ ভাগ নদীর জায়গা দখলমুক্ত হয়েছে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জনগণকে নদীমুখী করতে পারছি-এটা আমাদের সফলতা। সরকার গঠনের পর বলেছিলাম, নদী নিয়ে জনগণকে ভাবতে হবে। জনগণ এখন নদী নিয়ে ভাবছে, এটা আমাদের সফলতা। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু জলাভূমি ও নদী নিয়ে কথা বলেছেন। নদীর নাব‍্যতা রক্ষায় বঙ্গবন্ধু বিআইডব্লিউটিএ'র জন‍্য অনেকগুলো ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো এখনও সচল আছে এবং নাব‍্যতা রক্ষায় কাজ করছে। সকলের সহযোগিতায় নদীর তীর দখলমুক্ত করার চেষ্টা করছি। বিআইডব্লিউটিএ'র মাধ‍্যমে ৯০ ভাগ নদীর জায়গা দখলমুক্ত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে ‘বিশ্ব নদী দিবস’ উপলক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আয়োজিত 'রাইটস অব রিভার্স' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে নদী রক্ষার কথা বলেন। সে থেকে বুঝতে হবে বর্তমান সরকার নদী রক্ষায় কতটা সচেতন। কেননা, শরীরে রক্ত চলাচলে যেমন শিরা-উপশিরা প্রয়োজন, তেমনি দেশের সকল ধরনের পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখতে নদীর শাখা প্রশাখা সহযোগিতা করে থাকে। তিনি বলেন, নদী রক্ষায় বিভিন্ন চ‍্যালেঞ্ছের সম্মুখীন হতে হয়। নদীকে দখলমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে নদী রক্ষা ও উদ্ধার কার্যক্রমে বেশ কিছু বাধা পেয়েছি। নদীর তীরে নদীর জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মন্দিরের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সাথে কথা বলেছি। এ বিষয়ে তারা আমাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নদী রক্ষায় ধারাবাহিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। মোংলা বন্দরে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আসছে। এতে বন্দরের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু নদী ও পরিবেশ নিয়ে অপরাজনীতির পায়তারা করছে একটি মহল। যথাযথ নিয়ম মেনে উন্নয়ন প্রকল্প করতে গেলেই বাধা আসে। এমনকি এই নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা উস্‌কে দিচ্ছেন অনেকে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশকে কখনো ক্ষত-বিক্ষত করবেনা। দেশকে এগিয়ে নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। চট্টগ্রাম ও মাতারবাড়ী বন্দরের উন্নয়নের গতিকে স্লো করতে পরিবেশ রক্ষার নামে কিছু লোক ঢুকে পড়েছে, সে বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গোয়েন লুইস। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. আইনুন নিশাত। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান ও সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৪৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬০

**রাষ্ট্র রচনার ভিত মজবুত করতে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দিন**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র রচিত হয়েছে সেই ভিত্তি মজবুত করতে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে।

আজ রাজধানীর বনানী পূজামন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজার সূচনাপর্ব শুভ মহালয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। এ দিন ভোর ৬টা ২ মিনিটে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউণ্ডেশন আয়োজিত এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অতিথি ও আয়োজকবৃন্দ। শিল্পী মানস সেনগুপ্তের সঞ্চালনায় ফাউণ্ডেশনের সভাপতি পান্না লাল দত্ত, সাধারণ সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ এবং শিল্পী লাল দত্ত প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

নিরবচ্ছিন্নভাবে বনানীতে পূজা আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম সব ধর্মের মূল মর্মবাণী মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং মানুষের কল্যাণকে চেতনায় ধারণ ও অনুশীলন করলে দেশ, সমাজ, পৃথিবী অনেক শান্তিময় হতো, ধর্মের ভিত্তিতে হানাহানি থাকতো না। দেশে যে অপশক্তি সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে চায়, মাঝে মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়াতে চায়, ছোবল মারতে চায় সেই অপশক্তিকে সবাই মিলে দমন করতে হবে। তাহলেই যে চেতনার ভিত্তিতে রাষ্ট্র রচিত হয়েছে, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত আমরা আরো মজবুত করতে পারব।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশ রচিত হয়েছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার মিলিত সংগ্রাম এবং মিলিত রক্তের স্রোতের বিনিময়ে। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রচনার জন্যই আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই একযোগে লড়াই করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যার নেতৃত্বে এই দেশ রচিত হয়েছে সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ’৭৫ সালে হত্যা করার পর যে চেতনার ভিত্তিতে দেশ রচিত হয়েছিল সেই চেতনায় আঘাত হানা হয়েছে, ভুলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্রকে আবার সাম্প্রদায়িক বানানোর অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্রের যে মূল চেতনার ওপর যে আঘাত হানা হয়েছিল, সেটিকে পুণরুদ্ধার করে মূল চেতনায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘যারা এই রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে তারা এখনও সাম্প্রদায়িক হানাহানি ছড়ায়, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার কঠোর ব্যবস্থা সবসময় গ্রহণ করেছে। দেশে একটি রাজনৈতিক পক্ষ আছে যারা সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ে অপরাজনীতি করে। তাদের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।’

মন্ত্রী হাছান বলেন, আপনারা লক্ষ্য করুন, আমাদের দেশে প্রতিবছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এটির কারণ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, মানুষের সামর্থ্য আছে এবং একইসাথে সরকার আপনাদের পাশে আছে। এই তিনটি কারণে প্রতিবছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গতবছর বিভিন্ন জায়গায় পূজার সময় গন্ডগোল করার চেষ্টা করা হয়েছিল এরপরও গত বছরের তুলনায় এ বছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

এ বছর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সমগ্র দেশে পূজা উদযাপন এবং প্রতিমা বিসর্জন হবে, দুর্গা উৎসবের আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, সেই আনন্দ সারাবছর জাগরূক থাকুক এবং আপনাদের আনন্দের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ আনন্দময় হোক, শান্তিময় হোক, আশাপ্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৫৯

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশন

**সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রিয় সাংবাদিকভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের অংশগ্রহণ করতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ আমি নিউ ইয়র্কে আসি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের High-level week চলাকালে আমি মোট ৮টি উচ্চ পর্যায়ের সভা ও সাইড-ইভেন্টে অংশগ্রহণ করি। এ ছাড়া, রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ১২টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিই।

এ বছর সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “A Watershed moment: Transformative Solutions to interlocking challenges”। আপনারা জানেন, করোনাভাইরাস মহামারি ও বিশ্বে চলমান বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি হচ্ছে।

নতুন এ সংকটের ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে, এবারের সাধারণ অধিবেশনে কোভিড-১৯ মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, বহুপাক্ষিকতাবাদ, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, বৈশ্বিক সংকটের মুখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ, সংকট মোকাবেলায় উপযুক্ত তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

গতকাল আমি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে ভাষণ প্রদান করি। কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে সৃষ্ট খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির জন্য অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। এ সকল সংকটের কারণে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা-পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই। সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দে্ওয়ার ওপর গুরত্বারোপ করি। আমি বলেছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত শান্তি ও উন্নয়নভিত্তিক পররাষ্ট্র নীতি বর্তমান সংকট নিরসনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাই।

প্রযুক্তির ব্যবহারে সকলের ন্যায্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করি।

বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমে আমাদের অঙ্গীকার এবং অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেছি। মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি।

পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা মিয়ানমার থেকে এক মিলিয়নের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে আসছি। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগ কোনটিই এখনও সফল হয়নি।

মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও চলমান সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে দুরূহ করে তুলেছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানাই।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি জনাব সাবা করোসির আমন্ত্রণে বিশ্বের নারী নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। সভায় আমি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরি। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে নারীর সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব গঠন ও প্রসার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করি। এ ছাড়াও, লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি।

২১ সেপ্টেম্বর আমি টেকসই আবাসন বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সাইড-ইভেন্টে অংশগ্রহণ করি। এ সভায় আমি টেকসই আবাসন নিশ্চিতে লক্ষ্যে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য যেমন- গৃহহীন ও ভূমিহীন জনগণের জন্য ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’, গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের জন্য ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ উদ্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাস্তুচ্যুতদের জন্য আবাসন উদ্যোগ ইত্যাদি তুলে ধরি।

একই দিন, আমি Global Crisis Response Group (GCRG) এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করি। এ সভায় জাতিসংঘ মহাসচিব, জার্মানির চ্যান্সেলর, সেনেগালের রাষ্ট্রপতি, বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী এবং ইন্দোনেশিয়া ও ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় অংশগ্রহণ করেন।

এ সভায়, বৈশ্বিক আর্থিক সংকট মোকাবিলায় G-7, G-20, OECD, IMF, World Bank ইত্যাদিকে আরো জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। এ ছাড়াও, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার যেসব সুনির্দিষ্ট রাজস্ব ও আর্থিক নীতি নিয়েছে, সেগুলো তুলে ধরি।

এইদিন সন্ধায় আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে একটি রিসেপশনে অংশগ্রহণ করি। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমি বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

গত ২২ সেপ্টেম্বর আমি এবং বার্বাডোজের প্রধানমন্ত্রী Antimicrobial Resistance (AMR) বিষয়ে “One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (AMR)”- শীর্ষক গ্রুপের সহ-সভাপতি হিসেবে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করি।

একই দিন আমি রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত একটি উচ্চপর্যায়ের সাইড-ইভেন্টে অংশগ্রহণ করি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, গাম্বিয়া এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে এই সভা আয়োজন করে। এ সভায় অন্যানের মধ্যে সৌদি আরব, তুরস্ক, গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এবং যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী বক্তব্য দেন। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আমি ৫টি প্রস্তাব তুলে ধরি। প্রস্তাবসমূহ হলো:

* রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাজনৈতিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা;
* আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও জাতীয় আদালতসহ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) দায়ের করা মামলায় সমর্থন করা;
* জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত দমন-পীড়ন বন্ধে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা;
* আসিয়ানের পাঁচ-দফা ঐক্যমতে মিয়ানমারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করা; এবং
* মিয়ানমারে জাতিসংঘসহ মানবিক সহায়তাকারীদের নির্বিঘ্নে প্রবেশ নিশ্চিত করা।

একই দিন আমি US-Bangladesh Business Council-এর আয়োজনে একটি উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। এ বৈঠকে আমি তথ্য প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইলস, ফার্মাসিউটিক্যালস, চিকিৎসা শিল্প, সামুদ্রিক শিল্প, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বেশ কয়েকটি হাই-টেকপার্কসহ বিদ্যমান অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের জন্য মার্কিন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাই।

এ ছাড়াও, এবারের অধিবেশন চলাকালে আমি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রপতি H.E. Mr Borut Pahor, ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Guillermo Lasso, কসোভোর রাষ্ট্রপতি H.E. Ms. Vjosa Osmani-Sadriu, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী H.E. Mr. Hun Sen, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার জনাব Filippo Grandi, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর Mr. Karim A.A. Khan QC, ইউএন হ্যাবিট্যাট-এর নির্বাহী পরিচালক Ms. Maimunah Mohd Sharif, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর মহাপরিচালক Mr. António Vitorino, জাতিসংঘের High Representative Ms. Rabab Fatima, Global Affairs, Meta-এর প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী জনাব Nick Clegg, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রফেসর Klaus Schwab এবং জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব এন্তোনিও গুতেরেস। এ সকল দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আমি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী, মাননীয় সাংসদ, সচিববৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন।

এবারের জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ গুরুত্বপুর্ণ সকল সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৭৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সক্রিয় অংশগ্রহণ বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান যেমন আরও সুদৃঢ় করেছে, তেমনি বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করবে বলে আমি আশাবাদী।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

অনসূয়া/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৫৮

**নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

 জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের High-level week চলাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট ৮টি উচ্চ পর্যায়ের সভা ও সাইড-ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ১২টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন।

এ বছর সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য ছিল ‘A Watershed moment: Transformative Solutions to interlocking challenges’। করোনাভাইরাস মহামারি ও বিশ্বে চলমান বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি হয়েছে। নতুন এ সংকটের ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে, এবারের সাধারণ অধিবেশনে কোভিড-১৯ মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, বহুপাক্ষিকতাবাদ, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, বৈশ্বিক সংকটের মুখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ, সংকট মোকাবিলায় উপযুক্ত তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে ভাষণ প্রদান করেন। কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে সৃষ্ট খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির জন্য অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এ সকল সংকটের কারণে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা-পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ওপর গুরত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত শান্তি ও উন্নয়নভিত্তিক পররাষ্ট্র নীতি বর্তমান সংকট নিরসনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। প্রযুক্তির ব্যবহারে সকলের ন্যায্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের অঙ্গীকার এবং অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেন। মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে মিয়ানমার থেকে এক মিলিয়নের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগ কোনটিই এখনও সফল হয়নি বলে উল্লেখ করেন। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও চলমান সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে দুরূহ করে তুলেছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি সাবা করোসির আমন্ত্রণে বিশ্বের নারী নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সভায় তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে নারীর সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব গঠন ও প্রসার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়াও, লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন।

২১ সেপ্টেম্বর তিনি টেকসই আবাসন বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সাইড-ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। সভায় টেকসই আবাসন নিশ্চিতে লক্ষ্যে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য যেমন- গৃহহীন ও ভূমিহীন জনগণের জন্য ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’, গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের জন্য ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ উদ্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে

-২-

বাস্তুচ্যুতদের জন্য আবাসন উদ্যোগ ইত্যাদি তুলে ধরেন। এছাড়া Global Crisis Response Group (GCRG) এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করেন। বৈশ্বিক আর্থিক সংকট মোকাবিলায় G-7, G-20, OECD, IMF, World Bank -কে আরো জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার যেসব সুনির্দিষ্ট রাজস্ব ও আর্থিক নীতি গ্রহণের কথা তিনি তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে একটি রিসেপশনে অংশগ্রহণ করেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। বার্বাডোজের প্রধানমন্ত্রী Antimicrobial Resistance (AMR) বিষয়ে ‘One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (AMR)’- শীর্ষক গ্রুপের সহ-সভাপতি হিসেবে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করেন।

একই দিন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত একটি উচ্চপর্যায়ের সাইড-ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, গাম্বিয়া এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে এই সভা আয়োজন করে। এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে সৌদি আরব, তুরস্ক, গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এবং যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী বক্তব্য দেন। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তিনি ৫টি প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রস্তাবসমূহ হলো:

রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাজনৈতিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা; আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও জাতীয় আদালতসহ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) দায়ের করা মামলায় সমর্থন করা; জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত দমন-পীড়ন বন্ধে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা; আসিয়ানের পাঁচ-দফা ঐক্যমতে মিয়ানমারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করা এবং মিয়ানমারে জাতিসংঘসহ মানবিক সহায়তাকারীদের নির্বিঘ্নে প্রবেশ নিশ্চিত করা।

একই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা US-Bangladesh Business Council-এর আয়োজনে একটি উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এ বৈঠকে তিনি তথ্য প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইলস, ফার্মাসিউটিক্যালস, চিকিৎসা শিল্প, সামুদ্রিক শিল্প, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বেশ কয়েকটি হাই-টেকপার্কসহ বিদ্যমান অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের জন্য মার্কিন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান।

এ ছাড়াও, এবারের অধিবেশন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রপতি Borut Pahor, ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি Guillermo Lasso, কসোভোর রাষ্ট্রপতি Vjosa Osmani-Sadriu, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী Hun Sen, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার Filippo Grandi, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর Karim A.A. Khan QC, ইউএন হ্যাবিট্যাট-এর নির্বাহী পরিচালক Maimunah Mohd Sharif, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর মহাপরিচালক António Vitorino, জাতিসংঘের High Representative Rabab Fatima, Global Affairs, Meta-এর প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী Nick Clegg, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রফেসর Klaus Schwab এবং জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস। এ সকল দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী, সাংসদ, সচিববৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

এবারের জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ গুরুত্বপুর্ণ সকল সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৭৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সক্রিয় অংশগ্রহণ বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান যেমন আরো সুদৃঢ় করেছে, তেমনি বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করবে বলে তিনি আশাবাদী।

#

অনসূয়া/রেজ্জাকুল/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৫৭

**ঐতিহ্য ধরে রাখতে তাল পিঠা মেলা ভূমিকা রাখবে**

**-খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (নিয়ামতপুর), ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে পিঠা পুলির উৎসব। আর এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেই প্রতি বছরের মতো এবারো শুরু হয়েছে নিয়ামতপুরের হাজিনগর ইউনিয়নের তালতলিতে তাল পিঠা মেলা।

গতকাল নিয়ামতপুরের তালতলিতে দ্বিতীয়বারের মত তাল পিঠা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ এ মেলার আয়োজন করে। মেলায় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্য ধরে রাখতে তাল পিঠা মেলা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাল পিঠা বাঙালির চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী বলেন, তালতলির তালগাছ নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ি। এই তালগাছ রোপণকালে যারা আমার সহযোগী ছিলেন তাদের কথা মনে পড়ে। আবার ভাবতে ভালো লাগে সেই তালগাছের নিচে এখন তাল পিঠার মেলা হয়।

তালগাছ রোপণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় এ অঞ্চলের বাবা-মায়েরা মেয়ের বাড়িতে তালের পিঠা নিয়ে যেত। তালগাছ কমে যাওয়ায় জামাইয়ের বাড়িতে পিঠা পাঠানোর ঐতিহ্য এক সময় হারিয়ে যেতে বসলো। তখন মনে করলাম এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। তাছাড়া তালগাছ বজ্রপ্রতিরোধক, তাই তালগাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতি ও দেশের জন্য কাজ করেছি। এসময় তিনি ভবিষ্যতেও দেশের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এই তাল মেলা আয়োজন সম্ভব হতো না উল্লেখ করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া - ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পৃথিবীব্যাপী নানা সংকট তৈরি হয়েছে। মানুষের কষ্ট হচ্ছে এটা ঠিক তবে এ সময় আমাদের সহনশীল হতে হবে। বাংলাদেশের মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদেশে প্রচুর ফসল ফলে। এদেশে খাদ্য ঘাটতি নাই, সংকট হবে না। শেখ হাসিনার উন্নয়নকে কোনভাবে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ বলেন, এ ধরনের আয়োজন আমাদের মানবিক হতে শেখায়। আমাদের শেকড়ের কাছে নিয়ে যায়। তাল পিঠার মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে মনের সংযোগ ঘটে।

এছাড়াও নওগাঁ জেলা প্রশাসক মো: খালিদ মেহেদী হাসান, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রাশিদুল হক বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিয়ামতপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ফারুক সুফিয়ান।হাজিনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

দিনব্যাপী এ পিঠা মেলায় তালের তৈরি নানান ধরনের পিঠার পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন এ অঞ্চলের পিঠাশিল্পীরা। এবার মেলায় ৫০টিরও বেশি স্টলে প্রায় ৩০ ধরনের পিঠা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই তাল পিঠার মেলা। মেলায় তালের তৈরি ফুলঝুরি, জামাই পিঠা, খেজুর পিঠা, তাল জিলাপি, তাল কেক, তালক্ষীর, মুইঠা পিঠা, গড়গড়া, তাল রুটি, কান মুচুরি, ডাল বড়া প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, তালতলিতে ১৯৮৬ সালে তাল গাছ রোপণ করেন তৎকালীন ইউনিয়নপরিষদের চেয়ারম্যান, বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। তালতলির তালসড়ক এখন এ অঞ্চলের পর্যটন স্পটে পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালে প্রথমবার তাল পিঠা মেলা আয়োজন করা হয় এখানে। প্রকৃতিতে শোভাবর্ধনের পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজেও তালগাছগুলো ভূমিকা রেখে চলেছে।

#

কামাল/অনসূয়া/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৬

**আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

**১৪৪**৪ **হিজরি সনের পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা এবং** পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) এর তারিখ নির্ধারণের **লক্ষ্যে আগামীকাল** ২৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার ২০২২ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় (**বাদ মাগরিব**) ইসলামিক ফাউন্ডেশন **বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।**

**বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র** রবিউল আউয়াল **মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।**

**টেলিফোন নম্বর :** ০২-২২৩৩৮১৭২৫**,** ০২-৪১০৫০৯১২,০২-৪১০৫০৯১৬ **ও** ০২-৪১০৫০৯১৭**।**

**ফ্যাক্স নম্বর :** ০২-**২২৩৩৮৩৩৯৭ ও** ০২-**৯৫৫৫৯৫১।**

#

শায়লা/অনসূয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা